তোমার শূন্যতা আজো টের পাই

গোলাপ মুনীর

প্রিয়-শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবদুল কাদের। তোমার সান্নিধ্যে আসার মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তুমি যেনো অনেকটা হঠাৎ করেই আমাদেরকে পরম শূন্যতায় ভাসিয়ে দিয়ে মরহুম হয়ে গেলে। ২০০৩ সালের ৩ জুলাই তোমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে শূন্যতার সূচনা ঘটেছিল, সে শূন্যতার অবসান যেনো আজো ঘটেনি। এ শূন্যতা যেমনি মাসিক কমপিউটার জগৎ পরিবার ও তোমার নিজস্ব পরিবারের জন্য, তেমনি এ শূন্যতা এ দেশের গোটা তথ্যপ্রযুক্তি জগতের জন্য। তোমার মতো ক্ষণজন্মা রাশভারীজনেরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে যেমনটি হয়, ঠিক তেমনটিই ঘটেছে তোমার চলে যাওয়ার বেলায়। ২০০৩ সালের ৩ জুলাই তোমার চলে যাওয়ার সাথে সাথে ইতি টেনে গেলে তোমার ৫৩ বছর ৬ মাস ৩ দিনের এক কর্মমুখর যাপিত জীবনের। আজ টের পাই তোমার সেই যাপিত জীবনকে সবার কাছে সুন্দর ও অনুসরণীয় করে রাখার জন্য তুমি বরাবর ছিলে সচেতন-সচেষ্ট। তোমার কাজের মধ্য দিয়েই তুমি হয়ে উঠেছিলে এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের এক অসমান্তরাল উদাহরণ। তাই তো আজ তুমি এ দেশের 'তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ' অভিধায় আখ্যায়িত হচ্ছে সবার মাঝে। সে স্বীকৃতি নাইবা এলো রাষ্ট্রীয় কোনো আনুষ্ঠানিক বা দালিলিক পর্যায়ে। তোমার তুলনা যে তুমি নিজে, তা তো কেউ অস্বীকার করে না। এ দেশের সবাই জানে– তুমি মনে করতে একটি পত্রিকাই হতে পারে একটি আন্দোলনের হাতিয়ার। সেই উপলব্ধি নিয়ে আজ থেকে একুশ বছর আগে তুমি নানা ধরনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সূচনা করেছিলে 'মাসিক কমপিউটার জগৎ'-এর প্রকাশনা। আজ এর নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশনার ২২ বছর চলছে। এর প্রথম ১২ বছরের প্রকাশনার যুগে এর প্রতিটি পাতায় ছিল তোমার সযত্ন প্রয়াসের ছাপ। এর প্রতিটি লেখালেখি যেনো এক অজানা তাগিদ নিয়ে হাজির হতো সংশ্লিষ্টদের কাছে। সে তাগিদ কেউ কানে তুলত, আবার কেউ কেউ শুনেও না শোনার ভান করত। তাদের ঘুম ভাঙাতে তোমাকে কখনো কখনো প্রচলিত সাংবাদিকতার ছক ভেঙে অবলম্বন করতে হতো ভিন্ন পথ। কখনো কখনো তোমাকে আয়োজন করতে হতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম। কখনোবা ডাকতে হতো বিষয়-অবহিতিকরণের জন্য সংবাদ সম্মেলন। এসব আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতি জানত তথ্যপ্রযুক্তির নতুন নতুন অপার সম্ভাবনার কথা। আবার এমনও দেখা গেছে, বৈশাখী মেলায় তুমি নিয়ে গেছো কমপিউটার পণ্য। এভাবেই কার্যত আরো অনেককে নিয়ে সূচনা করেছ এ দেশের প্রথম কমপিউটার মেলার।

নেপালে অধ্যাপক আবদুল কাদের

আমরা জানি, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি এক অসাধারণ টান তোমার স্বভাবজাত। সেই স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় তোমার সম্পাদনা ও প্রকাশনায় ১৯৬৪ সালে প্রকাশ করেছিলে এদেশের বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রথম ছোটদের বিজ্ঞান পত্রিকা 'টরেটক্কা'। যদিও সে পত্রিকাটি দীর্ঘায়ু পায়নি, তবুও তা ছিল এ দেশে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশে অন্যদের জন্য একটি প্রেরণার উৎস। তবে বলতেই হবে 'টরেটক্কা'র প্রকাশনা অব্যাহত রাখার ব্যর্থতা তোমাকে বারবার আঘাত দিয়েছে। আর এ ব্যর্থতাকে সফলতায় রূপ দিতেই হয়তো মাসিক কমপিউটার জগৎ প্রকাশনায় তোমার হাত দেয়া। এবার বলতেই হবে, এ ক্ষেত্রে তুমি ষোলআনা সফল। কারণ, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে মাসিক কমপিউটার জগৎ আজ ২২ বছর ধরে নিয়মিত পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে। এটি এদেশের সর্বাধিক পঠিত আইসিটি পত্রিকা। এর মাধ্যমে তুমি যে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের ধারা সূচনা করে গিয়েছিলে, সে ধারা আমরা ধরে রাখতে পেরেছি বলে সগর্ব দাবি করতে পারি।

তোমার জীবদ্দশায় তোমারই একান্ত অনুরোধে অত্যন্ত ভীরুমনে আমাকে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল মাসিক কমপিউটার জগৎ সম্পাদনার। হয়তো সেদিন ভেবেছিলাম–ভয় কী? তুমি তো পাশেই আছো। কিন্তু ২০০৩ সালের ৩ জুলাই হঠাৎ করেই তুমি যেদিন বিদায় নিলে, সেদিন যেনো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তোমার মৃত্যু সংবাদ যখন আসে, তখন মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর শেষ ফর্মাটি ছাপা হচ্ছিল। তোমার মৃত্যু সংবাদে সবকিছুই যেনো এলোমেলো হয়ে গেল। নির্ধারিত প্রচ্ছদ প্রতিবেদন বাদ দিয়ে আমাকে নতুন করে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন তৈরি করতে হলো তোমার ওপর। কারণ, কমপিউটার জগৎ পরিবার মনে করে সারা জীবন প্রচারবিমুখ তুমি চলে গেছো অন্যলোকে। তুমি এখন পার্থিব সব চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে। তোমার অবদান জাতির সামনে তুলে ধরতেই হবে। অনেকের কাছ থেকে পেলাম তোমার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নানাধর্মী অনুস্মৃতিমূলক লেখা। সবার লেখার জায়গা দেয়াটাও হয়ে ওঠে মুশকিল। ফলে সে সংখ্যায় ছাড়া হলো মাত্র ৯ জন বিশিষ্টজনের লেখা। অনেকগুলো ছাপতে হলো পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায়।

সে ধাক্কা সামলে এবার মনোযোগ দিতে হলো অন্যান্য সাধারণ সংখ্যাগুলো প্রকাশের ব্যাপারে। পায়ে পায়ে ভয়, তুমি তোমার বর্তমানে সযত্ন প্রয়াসে যে মানে কমপিউটার জগৎকে রেখে গেছো, আমরা কি পারব সে মান ধরে রাখতে? সেই মান বজায় রাখতে আমরা আজো টের পাই তোমার শূন্যতা। তবে তোমার রেখে যাওয়া আদর্শিক তাগিদ ছিল আমাদের পাথেয়। সে তাগিদ বাস্তবায়নে আমরা ছিলাম বরাবর সচেতন। ফলে চারপাশে বলতে শুনেছি– মরহুম আবদুল কাদের সঠিকভাবেই কমপিউটার জগৎ পরিবারকে গড়ে গেছেন। তাই কমপিউটার জগৎ আজো জাতির কাছে, সমাজের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি যথার্থ অর্থেই পূরণ করে এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। ধরে রেখেছে সর্বাধিক পঠিত, নিয়মিত প্রকাশনা ও আন্দোলনের হাতিয়ার হওয়ার বরাবরের গৌরব। আজ তোমার এই স্মরণের দিনে নতুন করে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই– আমরা চলছি তোমার দেখানো আদর্শিক পথ ধরে। কমপিউটার জগৎকে আমরা নিছক একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ হিসেবে ভাববো না। আমাদের উপলব্ধিতে থাকবে, কমপিউটার জগৎ দেশকে এগিয়ে নেয়ার আন্দোলনের নাম। আর সে আন্দোলনের অনুষঙ্গ হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

তোমার চাওয়া-পাওয়ার তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ বাংলাদেশ আজ সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। আজ সরকারি পর্যায়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যেমনি প্রত্যয় ঘোষিত হচ্ছে, তেমনি কিছু কিছু উদ্যোগও নেয়া হচ্ছে। যদিও প্রত্যাশিত মাত্রায় সবকিছু এগিয়ে যাচ্ছে না। তবুও তোমাকে আজ আশ্বস্ত করতে চাই, তোমার স্বপ্নের তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ায় আমরা সফল হবো, এমন আশা আমরা করতেই পারি। সে সফলতার শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য আজো এ দেশে অনেক বাধা কাজ করছে। সেসব বাধা অপসারণে তোমার সূচিত তাগিদ আজো আমরা জারি রেখেছি কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার মধ্য দিয়ে। সাংবাদিকতাবহির্ভূত উদ্যোগ

(বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়)

তোমার শূন্যতা আজো টের পাই

(৪৮ পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে তোমার সূচিত সংবাদ সম্মেলন, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন এবং গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদিও জারি রেখেছি আমরা। আবারো তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই, কমপিউটার জগৎ আগামী দিনেও হবে তোমারই আদর্শের ধারক-বাহক। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের আন্দোলনের সক্রিয় ইতিবাচক হাতিয়ার। আল্লাহ তোমার ও আমাদের সবার সহায় হোন, যাতে তোমার শূন্যতার মাঝেও পথ না হারাই।